পদ্মার এপারের বিদ্যুৎ

ওজোপাডিকো বার্তা

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ-এর মুখপত্র

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

চতুর্থ বর্ষ | ১১ম সংখ্যা | এপ্রিল-জুন ২০২০খ্রিঃ

ওজোপাডিকো'র পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যানের কুষ্টিয়ার বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শন

কুষ্টিয়া সার্কেলাধীন ১২টি দপ্তরের সাথে Zoom এর মাধ্যমে অনলাইন মত বিনিময় সভা করেন বিজ্ঞাখস মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ও ওজোপাডিকো'র পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান রহমত উল্লাহ্ মোঃ দস্তগীর এনডিসি ।

গত ০৪ জুন'২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ও ওজোপাডিকো'র চেয়ারম্যান রহমত উল্লাহ্ মোঃ দস্তগীর এনডিসি বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়া জেলায় গমণ

বাকী অংশ ৩ পাতায়

আম্ফানের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বিদ্যুৎ ব্যবস্থার পূনর্বাসন

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বৈদ্যুতিক লাইন সচল করার জন্য ওজোপাডিকোর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিরলস প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে প্রতিবছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে। গত ১৬ই মে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের সৃষ্টি হয়। ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের দিকে ধেয়ে আসতে থাকে।

বাকী অংশ ৪ পাতায়

ওজোপাডিকো'র সকল সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের প্রতি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বার্তা

আসসালামুআলাইকুম।

ওজোপাডিকো'র সকল সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ আশা করি বর্তমান এই বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে পরিবারের সকলকে নিয়ে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আপনারা জানেন যে, সবাই যখন করোনার মত বৈশ্বিক মহামারীতে নিরাপদ থাকতে ঘরবন্দী অবস্থায় আছেন, সেই সময়ে ওজোপাডিকো পরিবারের অকুতোভয় Front Line কর্মীবৃন্দ নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল রাখতে দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছে। ওজোপাডিকো'র মাঠ পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ স্বাস্থ্য বিধি মেনে আন্তরিকতার সাথে আপনাদের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা দিতে নিয়োজিত রয়েছে। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে জনজীবন যখন স্থবির সেই মুহর্তে ওজোপাডিকো'র সাহসী কর্মীবৃন্দ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পদ্মার এপারে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলা সদর ও ২০টি উপজেলার বিদ্যুৎ বিতরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রেখেছেন। সম্প্রতি এপ্রিল'২০২০ মাসে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল করা হয়েছে মর্মে কিছু অভিযোগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। উক্ত বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্তমান এই দুর্যোগকালীন সময়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিটার দেখে রিডিং আনা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই লকডাউনের সময় ওজোপাডিকো'র প্রায় ১২ (বার) লক্ষ্যেরও অধিক গ্রাহকদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মিটার রিডিং আনতে গেলে সম্মানীত গ্রাহকসহ বিদ্যুৎ কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ এই মূহুর্তে মহামারী থেকে বেঁচে থাকায় আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্যই বিদ্যুৎ বিল পূর্ববর্তী মাসের সথে সংগতি রেখে বিল প্রস্তুত করা হয়েছে যা পরবর্তীতে প্রকৃত মিটার রিডিং এর আলোকে সমন্বয় করা হবে। গ্রাহকগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে বিলম্বে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সারচার্জ মওকুফ করা হয়েছে। সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, কোন গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল যদি তারতম্য অর্থাৎ প্রকৃত ব্যবহার হতে কম বা বেশি হয়ে থাকে তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই কেননা পরবর্তীতে বিলের সাথে অবশ্যই তা সমন্বয় করা হবে। সকল বিদ্যুৎ রিডিংই আপনাদের মিটারে সংরক্ষিত রয়েছে। গ্রাহকবৃন্দ সহজে তা পরীক্ষা করতে পারেন। আপনাদের এই বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে তা সমাধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগকে জানাতে পারেন অথবা ওজোপাডিকো'র ওয়েবসাইটে গিয়ে ই-মেইলে এবং সংরক্ষিত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আপনি আপনার অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। আমরা অবশ্যই তা যথাযথভাবে সমাধান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবো। 'মুজিব বর্ষে' শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে সকলকে নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবাদানে ওজোপাডিকো বদ্ধপরিকর। আপনাদের সকলের সহযোগীতা আমাদের একান্ত কাম্য।

সকলকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। একই সাথে করোনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

প্রকৌঃ মোঃ শফিক উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ওজোপাডিকো, খুলনা

ওজোপাডিকো'র চেয়ারম্যান

প্রথম পাতার পর

করেন। তিনি সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর কুষ্টিয়া ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র পরিদর্শন ও আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থ পরবর্তী ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন। পর্যবেক্ষণ শেষে বেলা ৩.০০ ঘটিকায় ওজেপাডিকো'র মেহেরপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ ও জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়া হতে যাত্রা শুরু করেন। মেহেরপুর এর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়ন সম্পর্কে এক মত বিনিময় সভা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত পরিদর্শনের সফর সঙ্গি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওজোপাডিকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকৌঃ মোঃ শফিক উদ্দিন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য (পরিকল্পনা) ও পরিচালক, পরিচালনা পর্ষদ, ওজোপাডিকো' প্রকৌশলী মুস্তাক মুহাম্মদ, ওজোপাডিকো'র নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশলী) মোঃ আবু হাসান, পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আরিফুর রহমানসহ সদর দপ্তর, ওজোপাডিকো'র অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

গত ০৫ জুন'২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় চেয়ারম্যান ওজোপাডিকো কুষ্টিয়া বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২ পরিদর্শন করেন এবং পওস সার্কেল কুষ্টিয়া এর সম্মেলন কক্ষ হতে Zoom এর মাধ্যমে সার্কেলাধীন ১২টি দপ্তরের সাথে অনলাইনে মত বিনিময় সভা করেন ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে ওজোপাডিকো'র কুষ্টিয়ার রেস্ট হাউজ প্রাঙ্গনে ১টি জলপাই চারা রোপণ করেন। বেলা ৩ ঘটিকায়া কুষ্টিয়া হতে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।

ওজোপাডিকো'র কুষ্টিয়ার রেস্ট হাউজ প্রাঙ্গনে জলপাই চারা রোপণ করছেন ওজোপাডিকোর চেয়ারম্যান ।

করোনা পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ ওজোপাডিকো কর্তৃক ত্রাণ সহায়তা

করোনা পরিস্থিতিতে ত্রাণ সহায়তার জন্য বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ ওজোপাডিকো'র পক্ষ হতে প্রদানকৃত নগদ অর্থ তুলে দিচ্ছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প ও স সার্কেল, খুলনাকে।

গত ২৬/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ওজোপাডিকো খুলনা শহরের বিভিন্ন বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের সহায়ক কারিগরি কর্মী ও সদর দপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ ওজোপাডিকো ইউনিটের পক্ষ থেকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন'র মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প ও স সার্কেল খুলনা নিকট অর্থ হস্তান্তর কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, ওজোপাডিকো, খুলনা ইউনিটের উপদেষ্টা প্রকৌশলী মোঃ আবু হাসান, সভাপতি প্রকৌশলী মোঃ সাইফুজ্জামান এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক (এইচ আর এন্ড এডমিন), ব্যবস্থাপক (এডমিন) এবং পি এন্ড ডি দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী ফারিয়া হক পুষ্প।

মেধাবীমুখ

নিকিতা চৌবে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত SSC পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে উপ সহকারী প্রকৌশলী বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, ওজোপাডিকোলি: যশোর বাবলু কুমার চৌবে ও নুপুর কুন্ডুএর কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

ফারহানা আক্তার বেবি ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত SSC পরীক্ষায় পিরোজপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়ে উর্ত্তীন্ন হয়েছে। সে পিরোজপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ ওজোপাডিকো লিঃ এর এলডিএ মোঃ বেলাল হোসেন ও নাসিমা বেগম এর কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

তাহসিন আহমেদ সামী ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত SSC পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে লাইনম্যান, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, যশোর জিল্লু সিদ্দিক ও মোছা: সেলিনা আক্তার-পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

মো: ইয়ামিন ইসলাম ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত SSC পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১চাচড়া ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র যশোর শাহানুর হোসেন ও লতিফা ফেরদৌসি কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

জান্নাতুল ফেরদৌস মেধা ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত SSC পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে উচ্চমান সহকারী; নড়াইল বিদ্যুৎ সরবরাহ তৈহিদুজ্জামান ও মোছা:নাহিদা জামান কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

সাদমান শাহরিয়ার ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত জে এস সি পরীক্ষায় দাউদ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর সেনানিবাস থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। সে ওজোপাডিকো'র বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, পটুয়াখালী-এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রবিউল করিম ও শায়েলা করিম এর একমাত্র পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

আম্ফানের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ

প্রথম পাতার পর

গত ২০ই মে দিবাগত রাতে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান প্রবল শক্তিশালী হয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে ফলে ওজোপাডিকো'র অধীনস্থ অত্র এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঘূর্ণিঝড় এর আগাম বার্তা পাওয়ার পরপরই ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য কমিটি গঠন করা হয়। ঘূর্ণিঝড় আঘাত করার পর খুলনা অবস্থিত ওজোপাডিকোর সদর দপ্তরের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তদারকিতে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে দিনরাত নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে ২১ই মে বিকালের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল করা হয়। বিচ্ছিন্ন কিছু জায়গায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সে অঞ্চলগুলোতে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল করা হয়। ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে ওজোপাডিকোর অধীনে থাকা বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অনেক স্থলে ক্ষয়ক্ষতি হয় (পোল ভেঙে পড়ে, বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে যায়, ট্রান্সফর্মার বিকল হয়, ইনসুলেটর ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইত্যাদি)। আম্ফানের আঘাতে ওজোপাডিকোর সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৯.৮৮ (প্রায় দশ) কোটি টাকা।

করোনা ভাইরাস এ কর্মহীন

শেষ পাতার পর

হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবানে সাড়া দিয়ে ওজোপাডিকো ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ খুলনাস্থ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগিতায় প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করে। গত ০১/০৪/২০২০ তারিখে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব তালুকদার আব্দুল খালেক এর উপস্থিতিতে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। ওজোপাডিকো ক্যাম্পাসে এ কর্মসূচিতে খুলনা জেলার জেলা প্রশাসক উপস্থিত ছিলেন। ওজোপাডিকো ক্যাম্পাসে উপস্থিত কর্মহীন কর্মজীবী মানুষ ছাড়াও বিতরনের জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও জেলা প্রশাসকের অনুকূলে ত্রাণ হস্তান্তর করা হয়। ত্রাণ হিসেবে প্রতিটি পরিবারকে চাউল, ডাল, আলু, লবণ, সয়াবিন তেল, সাবান ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

Covid-19 প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ

*মোঃ আবুল বাশার

করোনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করার দুটি পথ খোলা রয়েছে। একটি হচ্ছে, ভিটামিন সি জাতীয় খাবারঃ পেয়ারা, লেবু, আমলকি অথবা ভিটামিন সি ট্যাবলেট খেতে হবে। এরসঙ্গে সম্ভব হলে প্রতিদিন রাতে একটি জিঙ্ক ট্যাবলেট খেতে হবে। ভিটামিন সি এবং জিংক শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে শরীরকে সতেজ, সজীব রাখে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

আরেকটি হচ্ছে কেউ যদি আক্রান্ত হন, যেমন গলাব্যাথা, শুকনো কফ ছাড়া কাশি হবে কিন্তু কফ বের হবে না। এটা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রথম লক্ষণ। অন্য ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আক্রান্তদের হাঁচি, সর্দিও নাক দিয়ে পানি পড়ে। তবে করোনা ভাইরাস শুকনো কাশি দিয়ে শুরু হয়।

এক্ষেত্রে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে বেশি কড়া না হালকা রং চা বারবার খাওয়া, গরম পানি দিয়ে গার্গল করা। এর চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আদা, লবঙ্গ ও একটা গোলমরিচ পানিতে মিশিয়ে গরম করলে কালোমতো একটা রং হবে। এর সঙ্গে সামান্য মধু দিয়ে চায়ের সঙ্গে খেতে হবে অথবা এই পানি দিয়ে গার্গল করতে হবে। এর ফলে গলায় যে ভাইরাস গুলো থাকে সেগুলো মারা যায়। এছাড়াও গলায় গরম লাগার ফলে রক্ত প্রবাহ বেড়ে যায়। ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে। রং চায়ের এন্টিসেপ্টিক গুণও রয়েছে। বারবার শুকনো কাশির ফলে গলার টিস্যু ফেটে যেতে পারে। চা এই ইনফেকশন রোধ করে।

আপনার জ্বর হোক বা না হোক, এই মুহূর্তে আমাদের সবার উচিত সকালে ঘুম থেকে উঠে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় গার্গল করা। এর ফলে শরীরে যদি ভাইরাস ঢোকেও তাহলে সেটা আর বাড়তে পারবে না। এটা শুধু করোনা ভাইরাস না আরও অনেক ইনফেকশনকে রোধ করতে পারে। কেউ যদি এটা প্রতিদিন করতে পারেন, তাহলে তার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

করোনা ভাইরাসের এই দুর্যোগকালেও যাদের বাইরে কাজ করতে হয়, যেমন বিদ্যুৎ কর্মি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবীসহ অন্যদের করণীয় হলো, করোনা ভাইরাস শরীরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেইতো আর আক্রমণ করে না। সময় নিয়ে আস্তে আস্তে শরীরের মধ্যে বাড়তে থাকে।

এক্ষেত্রে বাসায় ফিরে গরম পানি পান করা, এক কাপ হালকা রং চা খাওয়া, নাক ও মুখ দিয়ে গরম পানির ভাপ নেয়া, পানির মধ্যে এক ফোঁটা মেন্থল দিলে আরও ভালো হয়। তাহলে নাকটা আরও ভালোমতো পরিষ্কার হয়ে যাবে, ফলে ভাইরাস ঢুকলেও শরীরের মধ্যে বাড়তে এবং সুবিধা করতে পারবে না।

লকডাউন শেষ, নিজের লকডাউন শুরু

১. কাউকে গায়ের কাছে ঘেঁষতে দেবেন না।
২. আগামী অন্ততঃ ৬ মাস আরো দ্বিগুণ সাবধান হোন,
৩. মাস্কের সাথে ফেসশিল্ড ব্যাবহার করুন, বাইরে বের হলে, খুব কার্যকরী।
৪. পকেটে সবসময় স্যানিটাইজার রাখুন - প্রতি আধঘন্টা বা প্রতি ঘন্টায় হাতে মাখুন।
৫. মোবাইলটি পলি ব্যাগে রাখুন।
৬. হেডফোন- না!!! এই সময়টাতে আপাতত হেডফোন এভয়েড করাই উত্তম।
৭. স্পিকার মোডে কল রিসিভ- হ্যাঁ!
৮. পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ভিড় এড়িয়ে চলুন - এটা সব থেকে ঝুকিপূর্ণ।
৯. বাড়ির বাইরে খাওয়া - একেবারে বন্ধ। শুকনো high calorie snack যেমন বাদাম, শুকনো ফল অল্প রাখুন সাথে, নিজের পানির বোতল আলাদা করে ফেলুন।
১০. বাহিরে বা কর্মস্হলে খাবার বা পানি শেয়ারিং বন্ধ করুন।
১১. অপ্রয়োজনীয় লোকসমাগম এড়িয়ে চলুন।
১২. বাইরে থেকে বা বাজারে পাওয়া টাকা, নোট আলাদা পলিথিনে রাখুন। পারলে দুদিন একটা ট্রেতে রেখে দিন।
১৩. যেখানে - সেখানে হেলান দেওয়া , বসা, কনুইএ ভর দেওয়া - ভুলে যান।
১৪. একটা ক্যাপ মাথায় থাকলে ভালো, মহিলাদের ক্ষেত্রে ওড়না।
১৫. কাপড়ের ব্যাগ বা কৃত্রিম লেদার ব্যাগ নিয়ে বাহিরে বের হন। যা প্রায় ধোয়া যাবে।
১৬. ঘড়ি, আংটি এবং জুয়েলারি ফ্যাশন - না!! এই সময় ফ্যাশনটা একটু দূরে রাখুন। সেফ থাকুন।
১৭. পাবলিক ওয়াশরুম- বুঝে শুনে! (তবে ব্যবহার না করার চেষ্টা করলেই ভালো)।
১৮. মাস্ক রোজ চেঞ্জ হবে। অথবা মিনিমাম ২ঘন্টা সাবান পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দিন। সাথে বাইরে থেকে আসার সময় পরিধেয় কাপড়-চোপড় সব।
১৯. গ্লাভস্ প্রয়োজন নেই যদি বারবার হাত ধুতে পারেন এবং মুখে - চোখে হাত দেওয়ার বদ অভ্যাস না থাকে। বরং গ্লাভস এ জীবানু লেগে থাকার রিস্ক বেশী।
২০. বাইরে বের হইতে হলে চশমা ব্যবহারের অভ্যাস করুন।
২১. রোজ ২০ মিনিট রোদ লাগানোর এবং হালকা ব্যায়াম করুন।
২২. খাদ্য ও ঘুমের অভ্যাসে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনুন।
২৩. নিয়মিত উষ্ণ গরম পানি লবণ দিয়ে পান করুন। ও প্রত্যহ গোসলে গরম পানি ব্যবহার করুন।

মনে রাখবেন আপনার সচেতনতাই পারে আপনাকে সুস্থ রাখতে। *(সংগৃহীত)*

*চিকিৎসা সহকারী
ওজোপাডিকো, সদর দপ্তর
বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা, খুলনা

জুমের মাধ্যমে অনলাইনে মিটিং সম্পন্ন

করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইনে জুম(অ্যাপ) এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড মিটিং সম্পন্ন করেছে ওজোপাডিকো পরিচালনা পর্ষদ।

নোভেল করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বজুড়ে যে সংকট তৈরি করেছে তাতে মানুষের জীবন যাপন প্রণালীতে নেমে এসেছে এক ঘোর অমানিশার তীব্র যাতনা। জাতীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর এর অনেক প্রভাব পড়েছে করোনার ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় সকল ক্ষেত্রে লকডাউন, শাটডাউন ও সংগনিরোধ বিধি জারি করা হলেও জরুরি সেবার স্বাভাবিক কার্যক্রম রক্ষণশীলভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। করোনা পরিস্থিতিতেও থেমে নেই ওজোপাডিকোর কার্যক্রম। স্বাভাবিক অবস্থাতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য ওজোপাডিকো বোর্ড মিটিংয়ের আয়োজন করে । কিন্তু এই করোনা পরিস্থিতিতে শারীরিক ভাবে সকলের উপস্থিতিতে বোর্ড মিটিং করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় অনলাইনে জুম ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন জরুরী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য গত ১৬ই মে, ২০ই মে এবং ৯ই জুন ওজোপাডিকোর যথাক্রমে ১৯৫তম, ১৯৬ তম ও ১৯৭ তম বোর্ড মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বোর্ড মিটিংসমূহে ওজোপাডিকোর সদর দপ্তরের সভা কক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ বিভিন্ন পদস্থ কর্মকর্তাগণ জুমের মাধ্যমে মিটিংয়ে সংযুক্ত হন। ওজোপাডিকো-এর চেয়্যারম্যান রহমত উল্লাহ মোঃ দস্তগীর সহ পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যগন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জুমের মাধ্যমে অনলাইন বোর্ড মিটিংয়ে সংযুক্ত হন।

করোনা ভাইরাস এ কর্মহীন মানুষের জন্য ওজোপাডিকোর ত্রাণ বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী ওজোপাডিকো কর্তৃক কর্মজীবী কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রান বিতরণ; ওজোপাডিকোর সদর দপ্তরে অসহায় কর্মহীন মানুষের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দিচ্ছেন ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা জেলার জেলা প্রশাসক ও বিভিন্ন পদস্থ কর্মকর্তাগণ (ডানে)

করোনা ভাইরাসে সরকারের লকডাউন কর্মসূচির কারণে শহর ও গ্রামে প্রচুর পরিমাণ কর্মজীবী মানুষ কর্মহীন *বাকী অংশ ৪র্থ পাতায়*

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো), বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা মেইন রোড, খুলনা-৯০০০, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-৪১-৮১১৫৭৩, ৮১১৫৭৪, ৮১১৫৭৫, ফ্যাক্স: +৮৮০-৪১-৭৩১৭৮৬
ই-মেইল: md@wzpdcl.org.bd, wzpdcl.md@gmail.com, web: www.wzpdcl.org.bd

মু: গ্লোরি, খুলনা ০১৭১১ ২৯ ৬৬ ১৯